Creative Article

প্রতিধ্বনি the Echo

A journal of Humanities & Social Science
Published by: Dept. of Bengali
Karimganj College, Karimganj, Assam, India
Website: www.thecho.in

গল্পের সৃষ্টিরহস্য

ভগীরথ মিশ্র

একটা গল্প কেমন করে জন্ম নেয়, সেটা বুঝিয়ে বলা বুঝি গল্প লেখার চেয়েও কঠিন। ছেলেবেলা থেকে যা-কিছু দেখেছি, শুনেছি, বুঝেছি, তার অনেক কিছুই তো স্মৃতিতে থেকে গেছে। নিজের অজান্তেই দিনের পর দিন জমেছে সেসব। তারপর, ধীরে ধীরে বয়েস বেড়েছে, মন হয়েছে পরিণত, বিশ্ব-সংসারকে দেখবার জন্য একটা নিজস্ব দৃষ্টিভঙ্গিও গড়ে উঠেছে ততদিনে। সেই দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে শৈশব-কৈশোরের জমানো স্মৃতিগুলোকে হাতড়াতে গিয়ে দেখি, ততদিনে স্মৃতি থেকে অনেক কিছুই হয়তো বা গিয়েছে হারিয়ে। আবার, যা-কিছু টিকে রয়েছে, বয়েসের অভিঘাতে তার মধ্যে অনেক পরিবর্তন এসেছে। ছেলেবেলায় যা ভেবে একটা ঘটনা, একজন মানুষ, কিংবা একটা দৃশ্যকে ভরে রেখেছিলাম মনের কুঠরিতে, দেখলাম, বয়েসকালে এসে ওগুলো আর ঠিক আগের মতোটি নেই। দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তন হেতু, মনের ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণের ধরণ বদলানোর সঙ্গে সঙ্গে, সেইসব ঘটনা, চরিত্র, দৃশ্যও বদলে ফেলেছে নিজেদের রূপ। তার সঙ্গে যোগ হয়েছে বেশি বয়সের দেখাগুলো, বোঝাগুলো। একসময় ওরা বোঝা হয়েছে উঠেছে মনের মধ্যে। ওদের কোথাও খালাস করবার জন্য আকুলিবিকুলি করছে মন। সেই তাড়নায় কলম ধরেছি।

তবে একটা কথা প্রথমেই বলে নেওয়া ভালো যে, কোনও একটি ঘটনাকে, দৃশ্যকে বা মানুষকে দেখলাম, আর, তার ভিত্তিতেই লিখে ফেললাম একটা গল্প, এমনটা আমার জীবনে কখনোই ঘটেনি। কোনও ঘটনা, চরিত্র, বা দৃশ্য একেবারে অবিকল হয়ে উঠে আসেনি আমার একটাও গল্পে। সম্ভবত কারোর ক্ষেত্রেই আসে না তা। আমাদের দেখাগুলো, শোনাগুলো, বোঝাগুলো সম্ভবত প্রথমে জমা পড়ে আমাদের সচেতন স্মৃতিতে। তারপর তারা চলে যায় আমাদের অবচেতনে। সেখানে আমার দৃষ্টিভঙ্গি ও জীবনদর্শন অনুসারে তা এক রহস্যময় পাকশালাতে পাক হয়। আর, নানা জাতের সবজি দিয়ে একটি ব্যঞ্জন রান্না করলে যেমন রান্নার পর ঐ ব্যঞ্জনে কোনও বিশেষ সবজি আর অবিকল থাকে না, ঠিক তেমনই, একটি গল্পে আমার দেখা অনেক ঘটনা, মানুষ, দৃশ্য ও অন্য উপকরণগুলিও মিলেমিশে একাকার হয়ে যায়। কাজেই, আমি আমার কোনও গল্পের ক্ষেত্রেই বলতে পারি না যে, এই গল্পটি অমুক ঘটনার ভিত্তিতে, কিংবা তমুক মানুষটিকে নিয়ে লেখা। অনেক ঘটনা, মানুষ, দৃশ্য ও চিত্রকল্পের নির্যাস থেকে বেরিয়ে আসে আমার গল্পের উপাদান।

এমনও হয়েছে, একটা ঘটনার বীজ থেকে জন্ম নিল একটি গল্প, কিংবা একটি চরিত্রের ছায়া থেকে একটি গল্পের ভ্রূণ বেরিয়ে এল, একটি বিশেষ থেকে দৃশ্য থেকেও একটা

গল্পের সূত্রপাত হতে পারে। এমনকি, একটি বাক্য বা পংক্তিই হয়ে উঠল একটি গল্পের বীজ। সেই বীজে অঙ্কুরোদ্গম ঘটল, পাতা গজাল, ডালপালা, শাখাপ্রশাখায় একটি গল্প জন্ম নিল।

প্রায় দুই শতাধিক গল্প লিখেছি আমি। তাদের সবগুলোর জন্মাবৃত্তান্ত এক নয়। এই নিবন্ধে তাদের মধ্যে অনেকগুলি গল্পের সৃষ্টিরহস্য ব্যাখ্যা করলেও তা পরিসরে বিশাল হয়ে উঠবে। তবে, সচেতনভাবে সেইসব গল্পের প্রতিটির জন্মবৃত্তান্ত নিয়ে মাথা ঘামাতে গিয়ে আমিও নিজেও বিস্মিত হচ্ছি, এই কারণে যে, কত বিচিত্র উপায়ে জন্ম নিয়েছে ওরা, অথচ আমি তো আগে সচেতনভাবে এই নিয়ে ভাবিইনি। যেমন, কবিতার একটি বা দুটি পংক্তি থেকে জন্ম নিয়েছে একটি সম্পূর্ণ গল্প।

প্রসঙ্গত জানাই, জীবনে গুটিকয় কবিতাও লিখেছি আমি। তার মধ্যে একটা কবিতা হল এইরকম :

আমি কেমন হঠাৎ হঠাৎ ঘুমিয়ে পড়ি আজকাল,
নিঃসাড় হয়ে যাই, ঠাণ্ডা পাথর,
তখন ডেকে ডেকে, চিঠি লিখে সাড়া না পেলে
একটু জোরে ধাক্কা দেবেন ভাই, একটু ঝাঁকুনি।

আমাকে জাগিয়ে রাখা অবশ্য-করণীয় কাজ
আপনার,
যতক্ষণ জেগে আছি, পাশাপাশি,
নদীতে জোয়ারভাঁটা খেলে, ভরে যায়---
বটের ডগায়, টিয়ের ঠোঁটের মতো সোহাগী
অঙ্কুর,
ডিম ফুটে পাখির বাচ্চারা মা'কে ডাকে হলুদ
চঞ্চুতে।
তাছাড়া, নিউটনের তৃতীয় সূত্রটা স্মরণে রাখুন।
আমাকে ধাক্কা দিয়ে সমান ধাক্কা খাচ্ছেন
আপনিও ।
আসলে, অন্যকে জাগানো মানে, কালঘুম
থেকে
সুকৌশলে অহরহ নিজেকেই অনির্বাণ রাখা।

কবিতাটি লেখা তো শেষ হল, পড়লামও বারকয়। কিন্তু এখানেই ব্যাপারটা সাঙ্গো হলো না। কবিতার শেষ দুটি পংক্তি কেমন করে যেন চোরকাঁটার মতো বিঁধে রইল মগজের কোনও খাঁজে। 'অন্যকেও জাগানো মানে, কালঘুম থেকে, সুকৌশলে অহরহ নিজেকেই অণির্বাণ রাখা...।' পংক্তিদুটি সারাক্ষণ আমার মগজের মধ্যে মাছের পোনার মতো খেলে বেড়ায়। একটা শক্তপোক্ত আশ্রয় খোঁজে। সেই তাড়নাতেই একদিন লিখে ফেললাম 'নিউটনের তৃতীয় সূত্র' নামে একটা গল্প, যার মর্মার্থ হল, একটি অফিসের একজন তরুণ যুবক কেবলই একে ওকে শুধোত, দাদা, ঘুমিয়ে পড়লেন নাকি? তাই নিয়ে অফিসের অনেকেই ওকে ভুল বুঝতে থাকে। বিশেষ করে, যারা অফিসে কাজ ফাঁকি দেয়, চেয়ারে বসে বসে ঘুমোয়, তারা তো রীতিমতো সন্দেহ করতে থাকে ওকে, কিনা, ছোকরা নির্ঘাৎ মালিকপক্ষের চর। তখন অফিসে অফিসে নির্বিচারে গোল্ডেন হ্যান্ডসেক চলছে, সবাই মনে মনে আতঙ্কিত, কিনা, কখন যে কার ঘাড়ে কর্মচ্যুতির খাড়াটি পড়ে! এই অবস্থায় ছোকরাটিকে মালিকপক্ষের চর ভেবে নিয়ে সবাই ওকে বিষনজরে দেখতে লাগল। ঘটনাটি কালক্রমে কর্মচারি ইউনিয়নের নজরে এল। একদিন ইউনিয়ন-অফিসে ওর বিচারসভা বসল। সেখানেই জেরা করতে করতে বেরোল যে, তরুণটি অন্যকে জাগানোর ছলে নিজেকেই সারাক্ষণ জাগ্রত রাখতে চায়। বাস্তবিক, এই ঘুমপাড়ানি সময়ে সবাই কেমন নিস্তেজ হয়ে ঘুমিয়ে পড়ছে। কোনও উদ্যোগ নেই, প্রতিবাদ নেই, যে-যার নিজস্ব সংসারের খোপটিতে ঢুকে পড়ে নিরাপদ রাখতে চাইছে নিজেকে। এমনই পরিস্থিতিতে ঐ যুবকটি নিজেকে জাগ্রত রাখতে চায়। সেই তাগিদ থেকে অন্যদেরও জাগিয়ে রাখতে চায়। কারণ, সে বিশ্বাস করে, অন্যকে জাগানো চেষ্টাটা জারি রাখলেই, কালঘুম থেকে সুকৌশলে নিজেকেও অহরহ অনির্বাণ রাখা যায়। কবিতাটির নাম দিয়েছিলাম, 'আমাকে জাগিয়ে রাখো'। গল্পটির নাম দিয়েছিলাম, 'নিউটনের তৃতীয়

সূত্র' গল্পটি 'আজকাল' পত্রিকার রবিবাসরীয়তে ছাপা হয়েছিল।

সত্তর দশকের শেষ পর্বে, তখনও নকশাল আন্দোলনে সারা রাজ্য কাঁপছে। বেশ গোছানো সুখী মধ্যবিত্ত মানুষগুলির দু'চোখে চাপা ভয়, আশঙ্কা। চারপাশে নকশালদের ভূত দেখে আঁতকে উঠছে ওরা। নিজের ছায়াকে দেখেও চমকে চমকে ওঠে। ঐ সময়ে একটি কবিতা লিখেছিলাম। কবিতাটি এইরকম :

সুপ্রভাত মিঃ চৌধুরী, কেমন আছেন?
প্রাতঃভ্রমণ হল? বেশ, বেশ, ভালো।
গঙ্গার ওদিকে হাওয়া এখনো আহ্লাদি
সফল পুরুষ পেলে দু'হাতে জড়ায়।

খেতে হলে খাওয়া ভালো মরসুমের প্রথম ল্যাংড়াটি,
অদিনের ফুলকপি, শীতে তেল-কই,
মাছের ডিমের বড়া দুরন্ত বর্ষায়,
চাকভাঙা মধু আর রু-আবজার রস।
হাতে ও কী? একজোড়া, এক নয় একজো—ড়া
রুপোলি ইলিশ! আহা, বেশ, বেশ, বেশ,
সুপাত্রের হাতে পড়ে রুপোলি ইলিশ---
আরও রূপবতী হয়; আপনার রান্নাঘর থেকে
পাঁঠার মাংসের গন্ধ--- সত্যি বলছি মিঃ চৌধুরি,
রোজ রোজ আমাদের সান্ধ্য রকের আড্ডা
লন্ডভন্ড করে, --- আর, সেদিন হোলির দিনে
শঙ্করের কচি বউটাকে----
যেভাবে জড়িয়ে ধরে আচ্ছা করে রঙ মাখালেন!

সুপ্রভাত মিঃ চৌধুরি, কেমন আছেন?
অকস্মাৎ লেজ তুলে উর্ধ্বশ্বাসে দৌড়, দৌড়, দৌড়...।
পিছু পিছু তাড়া করে শব্দমাত্র দুটো, কেমন আছেন?
ও দুটোকে মিঃ চৌধুরি কি----
একজোড়া কালো পিস্তল বলে ভুল করলেন?

এই কবিতাটিও মনের মধ্যে বেশ রেশ রেখে গেল। আর, তারই অভিঘাতে একদিন একটা গল্প লিখে ফেললাম। একজন সুখী মধ্যবিত্তের সঙ্গে রাস্তায় দেখা হল একজন বন্ধ হওয়া কারখানার শ্রমিকের। এককালে দুজনেই প্রতিবেশি ছিলেন। তো, দেখা হতেই শ্রমিকটি ভদ্রলোককে শুধিয়ে বসলেন, কেমন আছেন? অতি নিরিহ সৌজন্যমূলক প্রশ্ন ছিল ওটা। নেহাতই একদা প্রতিবেশির সঙ্গে কুশলবিনিময়। শ্রমিকটি বর্তমানে কর্মহীন, সেটা ভদ্রলোক জানতেন। তাই, কুশল-প্রশ্নটা শোনামাত্র তার চোখমুখের দিকে তাকিয়ে সুখী ভদ্রলোক চমকে উঠলেন। কেন জানি তাঁর মনে হল, প্রশ্নটা খুব নিরিহ শাদাসিধে নয়। তাঁর সুখী জীবনের প্রতি এক ধরনের বাঁকা চাহনিই যেন লুকিয়ে রয়েছে প্রশ্নটার মধ্যে। এক ধরণের চাপা আক্রোশও থাকতে পারে। কাজেই, ভদ্রলোক স্বাভাবিক আচরণ তো করতেই পারলেনই না লোকটির সঙ্গে, বরং ঐ নির্জন রাস্তায় লোকটার সামনে পড়ে যাওয়ায় নিজেকে খুব বিপন্ন বলে মনে হল তাঁর। চটজলদি সেখান থেকে পা চালিয়ে পালিয়ে বাঁচলেন তিনি। এরপরও পাকে-প্রকারে লোকটির সঙ্গে দেখা হয়ে যেতে লাগল ভদ্রলোকের। শেষ অবধি পরিস্থিতি এমনই দাঁড়াল যে, কেবল ঐ লোকটিই নয়, রাস্তায়-ঘাটে যে-কেউ তাঁকে, 'কেমন আছেন' গোছের কুশল-প্রশ্ন করলেই তিনি ভয়ে কুঁকড়ে যেতে লাগলেন। একদিন তো প্রশ্নটা শোনামাত্র তিনি প্রাণভয়ে দৌড় লাগালেন। এটা গল্পের সারাংশ মাত্র। এতদ্বারা গল্পটিকে কিছুই বোঝানো গেল না। কবিতাটির নাম দিয়েছিলেন, 'কেমন আছেন?' গল্পটির নাম রাখলাম, 'কুশল বিনিময়'। গল্পটি 'প্রতিক্ষণ' পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছিল। অনেকেরই ভালো লেগেছিল গল্পটি।